গল্পের বই- ১

সংকলনেঃ- মুফতী শরীফ মুহামদ সাঈদ

ভুমিকা

আল্লাহ দয়াময়। তিনি দয়া পরশ হয়ে মানুষকে কুর্আন শিখিয়েছেন। শিক্ষার বদৌলতে মানুষ আজ সৃষ্টির সেরা। তাই মানব জীবনে শিক্ষা খুব গুরুত্ব-পূর্ন বিষয়।

শিশুকাল শিক্ষার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। আর শিশুদের জন্য উত্তম পন্থা হল: গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দান। তাই গল্পে গল্পে শিশুদের দ্বীনি বিষয়াদি শিক্ষা দিতেই আমাদের এ কর্মসূচী, গল্পের বই- ১-৪।

বই গুলো শিশুদের উপকারে আসলে শ্রম স্বার্থক বলে মনে করব। মহান আল্লাহর করুনা, দয়া, সাহায্য ও সন্তুষ্টিই আমাদের জীবন ও জীবনের সকল কর্ম-কান্ডের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

মুফতী সাঈদ। ১৭/০৯/২০১২ ঈসায়ী

কর্ম-সূচীটি যে ভাবে বাস্তবায়িত হবেঃ

১. সপ্তাহের যে দিনটিতে ছাত্র/ছাত্রীরা আলোচনা সভার আয়োজন করে; কর্ম-সূচীটির জন্য সেদিনটি বেঁচে নেয়া হবে।

২. কর্ম-সূচীটি ২য় থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য। তাদের জন্য আলাদা পাঠাগার স্থাপন করা হবে।

৩. তারা আলোচনা সভায় অংশ গ্রহন না করে শ্রেণী কক্ষে বসে একজন উস্তাদের তত্বাবধানে কর্ম-সূচীটি বাস্তবায়ন করবে।

৪. শ্রেণীতে যতজন ছাত্র/ছাত্রী থাকবে তত কপি বই পাঠাগার থেকে এনে সবাই একটি গল্প ৫/৭মিনিট পড়বে।

৫. তারপর উস্তাদ গল্পটি বুঝিয়ে দেবেন।

৬. তারপর একেকজন করে ছাত্র/ছাত্রী দাড়িয়ে গল্পটি বলবে।

৭. সবার বলা শেষ হলে উস্তাদ জানতে চাইবেন: গল্পটি থেকে তোমরা কি শিখলে?

৮. ছাত্র/ছাত্রীরা একেক জন করে বলবে। কয়েক জনের বলার পর উস্তাদ গল্পের শেষে লেখা বিষয় গুলো বুঝিয়ে দেবেন।

৯. এভাবে এক বা দুই সপ্তায় একটি করে গল্প শিশুদের শিখানো হবে।

১০. ৪/৫ সপ্তাহ পর পর নতুন গল্প না শিখিয়ে পুরাতন সবকের পরীক্ষা হবে।

১১. এভাবে পুরা বসরে একটি বই সমাপ্ত করা হবে।

১২. ২য় শ্রেনীতে **গল্পের বই -১,** ৩য় শ্রেণীতে **গল্পের বই -২,** ৪র্থ শ্রেণীতে **গল্পের বই -৩** ও ৫ম শ্রেণীতে **গল্পের বই -৪** পড়ানো হবে।

১. ঘোষনা

আল্লাহ ঘোষনা দিলেন। তিনি মানুষ বানাবেন। দুনিয়ায় পাঠাবেন। বানাবেন তাঁর খলীফাহ। এর আগে আল্লাহ জিন্ন বানিয়ে ছিলেন। তাদের দুনিয়ায় পাঠিয়ে ছিলেন। জিন্নরা মারামারি করেছে। খুন-খারাবী করেছে। রক্ত-পাত আর পাপাচারে ভরে দিয়েছে দুনিয়া।

ফিরিস্তারা ভাবল: মানুষও দুনিয়াতে মারামারি করবে। খুন খারাবী করবে। কুফর শিরক্ করবে। পাপাচারে দুনিয়া ভরে তুলবে। যেমন করেছে জিন্নরা। কারন মানুষ তৈরীতে ব্যবহৃত উপাদান সমূহ মানুষকে এসব মন্দ কাজে প্ররোচিত করবে।

তাই ফিরিস্তারা আল্লাহকে বলল: আপনি এদের দুনিয়ায় পাঠাবেন! এরা ফাসাদ করবে, রক্ত-পাত করবে। আপনার মহত্ব ও মহিমার গুনগান আমরাই করছি। (তাই খিলাফতের মহান দায়িত্ব দিয়ে আমাদের গৌরবান্বিত করুন)

আল্লাহ বললেন: আমি যা জানি তোমরা তা জাননা।

এপাঠ পড়ে যা শিখলামঃ

১. কোন কাজ করার আগে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো ভাল।
২. মানুষ আল্লাহর খলীফাহ অর্থাৎ প্রতিনিধি। প্রতিনিধি হিসাবে আল্লাহর যাবতীয় বিধান মেনে চলা মানুষের একমাত্র কাজ। নতুবা মানুষ তার অবস্থান হারাবে, সম্মান হারিয়ে লাঞ্ছিত হবে।
৩. অন্যায় ভাবে মারামারি, খুন-খারাবী, রক্ত-পাত ইত্যাদি খুব নিন্দনীয় ও ঘৃনিত কাজ। এসব কাজ পরিহার করা সকলের দায়িত্ব
৪. আল্লাহ সব কিছু জানেন। ভাল করে জানেন। তাই আল্লাহর কথা, বিধান ও আইনে কোন সন্দহ নেই, কোন ভুল নেই।

২. মাটির মানুষ

দুনিয়াতে রয়েছে নানা ধরনের মাটি। কাল মাটি, সাদা মাটি, লাল মাটি। শক্ত মাটি, নরম মাটি। বেলে মাটি, এটেল মাটি। উর্বর মাটি, অনুর্বর মাটি ইত্যাদি কত প্রকার মাটি।

সকল প্রকার মাটি একত্র করা হল। পানি মিশিয়ে বানানো হল কাদা। এই কাদাকে রৌদ্রে শুকিয়ে একটু শক্ত করা হল। এই শক্ত মাটি দিয়ে বানানো হল একটি মুর্তি। ৬০গজ লম্বা বিরাট মুর্তি। নাম দেয়া হল আদম (আরবী উচ্ছারন আদাম)।

পরে এমুর্তিতে প্রাণের সঞ্চালন করা হল। হয়ে গেল জ্যন্ত মানুষ। ইনিই মানব জাতীর আদি পিতা আদম আঃ। তাইত মানুষের মাঝে নানা রং, নানা স্বভাব, নানা চরিত্র ও নানা বৈশিষ্ঠ।

এপাঠ পড়ে যা শিখলামঃ

১. আদম আঃকে বানানো হয়েছে মাটি দিয়ে।
২. আল্লাহ মুর্তি বানিয়ে তাতে জান দিয়েছেন। দুনিয়ায় যারা মুর্তি বানাবে কিয়ামতের দিন তাদের বলা হবে এগুলোতে জান দেয়ার জন্য। তাই মুর্তি বানানো কোন ভাবেই গ্রহন যোগ্য নয়।
৩. জন্ম গত ভাবেই মানুষের বর্ন, স্বভাব, চরিত্র ও বৈশিষ্ঠ ভিন্ন ভিন্ন।

৩. মর্যাদা

আল্লাহ তায়া'লা মানুষকে দয়া করলেন। মর্যাদা দিতে চাইলেন। তাই তাকে ইল্‌ম্‌ শিখালেন। শিখালেন জিনিষ-পত্রের নাম। পরে এসব পেশ করলেন ফিরিস্তাদের সামনে।
বললেন: এসবের নাম বল।
ফিরিস্তারা বলল: আপনি মহান। আপনি যা শিখিয়েছেন এছাড়া আমরা কিছুই জানিনা। নিশ্চয় আপনি মহা-প্রতাপশালী, অসীম কৌশলী।
আল্লাহ আদমকে হুকুম করলেন। বললেন: আদাম! এসবের নাম বলে দাও।
আদম আঃ এক এক করে সব নাম বলে দিলেন।
নাম বলা শেষ হলে আল্লাহ বললেন: কি! বলিনি! আমি যা জানি তোমরা তা জাননা।

জ্ঞানের পরীক্ষায় আদম উত্তীর্ন হলেন। তিনি আহলে ইল্‌ম্‌ তথা জ্ঞানী হিসাবে সম্মানিত হলেন। এভাবেই মানুষকে মর্যাদা দিলেন দয়াময় আল্লাহ তায়া'লা।

এপাঠ পড়ে যা শিখলাম

১. আল্লাহ যাকে দয়া করেন, যার কল্যান চান তাকে ইল্‌ম্‌ দান করেন।
২. ইল্‌ম্‌ সম্মান ও মর্যদার প্রতীক। তাই যার ইল্‌ম্‌ আছে সে সম্মানিত ব্যক্তি। তাকে সম্মান করা সকলের কর্তব্য।
৩. যে জাতি আহলে ইল্‌মের সম্মান দিতে জানেনা, যারা ইল্‌ম্‌ ওয়ালাদের অমর্যাদা করে তারা নিজেরদের সর্বনাশ ডেকে আনে।

৪. পুরস্কার

জ্ঞানের পরীক্ষায় আদম আঃ উত্তীর্ন হলেন। ফিরিস্তাদের কাছে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমানিত হল। মহান আল্লাহ পুরস্কার ঘোষনা করলেন। আশরাফু-ল্‌-মাখলুক্বাত বলে ঘোষনা দেয়া হল আদম আঃকে। ইল্‌ম্‌ মানুষকে অনেক উপরে তুলে দিল। মাটীর মানুষ হয়ে গেল সৃষ্টির সেরা। আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে সবচে বেশী দায়িত্বশীল।

আল্লাহ মানুষকে খেলাফতের (প্রতিনিধিত্বের) দায়িত্ব দিলেন। খলীফাহর মর্যাদা দেয়া হল আদম আঃকে। ফিরিস্তাদের আদেশ দেয়া হল আল্লাহর খলীফাহকে সম্মান জানাতে। খলীফাহর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। আদম আঃকে সিজদাহ করতে। (এসিজদাহ ইবাদাতের সিজদাহ নয়। এহচ্ছে: মাথা নত করে সম্মান জানানো।)

ফিরিস্তাগণ আল্লাহর হুকুম পালন করলেন। সবাই একসাথে মাথা নত করে আদমকে সম্মান জানালেন। আল্লাহর মণোনীত খলীফাহর শ্রেষ্ঠত্ব খুশী হয়ে মেনে নিলেন। শ্রদ্ধা জানালেন নব নিযুক্ত খলীফাহর প্রতি।

কিন্তু মাটীর মানুষ হয়ে যাবে সৃষ্টির সেরা! তা কোন ভাবেই মানতে রাজি হলনা ইবলিস। তাই সে সিজদাহ করলনা। সে হিংসায় জ্বলে উঠল। অহংকার করল।

এপাঠ পড়ে যা শিখলাম

১. ইল্‌মের গুনেই মানুষ সৃষ্টির সেরা।
২. মন-প্রাণ দিয়ে ইল্‌ম্‌ শিক্ষা করা উচিত।
৩. জন প্রতিনিধি বা নেতা হবার প্রধান শর্ত ইল্‌ম্‌। যার ইল্‌ম্‌ আছে তাকেই দায়িত্বশীল বানানো যাবে। অন্য কাউকে নয়।

৪. যার প্রয়োজনীয় ইল্‌ম্‌ নেই, এমন মানুষকে দায়িত্বশীল বা নেতা বানানো ধ্বংসের আলামত।
৫. নেতাকে সম্মান করা সকলের কর্তব্য।
৬. অহংকার ও হিংসা ধ্বংসের মূল।

৫. ইবলিস

ইবলিস্‌ কোন ফিরিস্তা নয়। সে একজন জিন্ন। থাকত ফিরিস্তাদের সাথে। ইবলিস্‌ ফিরিস্তাদের সাথে থাকত, আল্লাহর বিধান মেনে চলত। ইবাদাত বন্দেগীতে খুব পারদর্শী ছিল ইবলিস্‌। ফিরিস্তারা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে আ'যাযিল বলে ডাকত।

কিন্তু বেশকিছু বদ-স্বভাব ছিল ইবলিসের। সে ছিল অহংকারী, জিদ্দী ও হিংসুটে। নিজের প্রশংসা শুনতে খুব ভালবাসত। কেহ তারিফ করলে ইবলিস্‌ খুব খুশী হত। আরো বেশী করে ভাল কাজ করত। ফিরিস্তারা তাকে বাহ্‌ বাহ দিত।

ইবলিস্‌ মনে করত সে অনেক কিছু। অনেক বড় হয়ে গেছে সে। সবার উচিত তাকে সম্মান করা, তার প্রশংসা করা। সে নিজেকে খুব সম্মানিত ও বড় আল্লাহ ওয়ালা মনে করত।

অন্য সকলের প্রতি তার ছিল জিদ্দ্‌ ও হিংসা। দিনে দিনে তার দম্ভ ও অহংকার বেড়েই চলছিল। তাই মানুষের এ সম্মান মেনে নিতে পারেনি ইবলিস্‌। জিদ্দ্‌, হিংসা ও অহমিকাই এপথে তাকে প্ররোচিত করেছে।

এপাঠ পড়ে যা শিখলাম

১. ইবলিস্‌ কোন ফিরিস্তার নাম নয়। সে একজন জিন্ন। তবে ফিরিস্তাদের সাথে থাকত।
২. শুধু ইবাদাত বন্দেগী করাই যথেষ্ঠ নয়। ইবাদাতের সাথে সাথে হিংসা, বিদ্বেষ সহ সকল বদ স্বভাব ত্যাগ করতে হবে এবং এসব করতে হবে শুধুই আল্লাহকে খুশী করার জন্য।
৩. নিজের বড়ত্ব বা মহত্ব প্রমান করার জন্য ইবাদাত করলে তা কোন কাজে আসবেনা।
৪. দম্ভ, অহংকার, হিংসা, জিদ্দ্‌ ইত্যাদি বদ-স্বভাব। ধ্বংসের মূল কারন। তাই এসব বদ-স্বভাব পরিহার করতে হবে।
৫. নিজের তারিফ শুনে গলে যাওয়া আর অন্যের উন্নতি ও সম্মানে হিংসা করা শয়তানী স্বভাব।
৬. অহংকার পতনের মূল।

৬. জিন্ন

মানুষ সৃষ্টির আগে আল্লাহ জিন্নদের দুনিয়ায় পাঠিয়ে ছিলেন। ভাল-মন্দ সম্পর্কে বুঝিয়ে দিয়ে ছিলেন। তাদের জীবন বিধান ঠিক করে দিয়ে ছিলেন। নির্ধারন করে দিয়ে ছিলেন শারীআ'হ।

আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের প্রতি প্রেরন করে ছিলেন হাদী বা পথ-প্রদর্শক। হাদীগণ জিন্নদের ভাল-মন্দ সম্বন্ধে বুঝাতেন। যারা আল্লাহর বিধান মেনে চলবে তাদের জান্নাতের সু-সংবাদ দিতেন। আর যারা মানবেনা তাদের সাবধান করতেন আল্লাহর আযাব ও জাহান্নাম থেকে।

জিন্নদের শারীরিক গঠন বিশালাকার। শরীরে অসুরের মত শক্তি। তাইত তাদের দৈত্য বা দানব বলা হয়। জিন্নদের জীবন অনেক লম্বা। সাধারনত অনেক দিন বেঁচে থাকে তারা।

জিন্নরা আগুনের তৈরী। দম্ভ ও অহমিকা তাদের স্বভাব-জাত অভ্যাস। এসব বদ-স্বভাব শুধু তারাই দমন করতে পারে, যাদের অন্তরে থাকে আল্লাহর ভয়।

জিন্নরা বে-পরোয়া জীবন যাপন শুরু করল। ভাল-মন্দের বালাই ছিলনা তাদের। আল্লাহর বিধানের তোয়াক্কাই করতনা তারা। পাপাচারে ভরে উঠেছিল তাদের জীবন। তাই আল্লাহ তাদের প্রতি গুস্বা হন। তাদের ধ্বংস করার ফয়সালা করেন।

এপাঠ পড়ে যা শিখলাম

১. মানুষ সৃষ্টির আগে আল্লাহ জিন্নদের দুনিয়ায় পাঠিয়ে ছিলেন।
২. জিন্নদের শারীরিক গঠন বিশালাকার। শরীরে অসুরের মত শক্তি। তাদের দৈত্য বা দানব ও বলা হয়।
৩. দম্ভ ও অহমিকা খুব ঘৃনিত স্বভাব। যে দম্ভ করে বা অহংকার করে তার ধ্বংস অনিবার্য।
৪. যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকে, তারা কখনো দম্ভ বা অহংকার করেনা।
৫. যারা আল্লাহর বিধান না মেনে বেপরোয়া জীবন যাপন করে তাদের প্রতি আল্লাহ খুব গুস্বা হন। আল্লাহর আযাব তাদের জন্য অনিবার্য হয়ে যায়।
৬. জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ বিধান মেনে চলা কর্তব্য। এতেই মানব জাতীর কল্যান নিহিত।

৭. আল্লাহর আযাব

জিন্নদের পাপময় জীবন যাপন আল্লাহর মোটেই পছন্দ হলনা। তাই আল্লাহ একদল ফিরিস্তা পাঠালেন। বলে দিলেন: যাও! জিন্নদের ধরে ধরে হত্যা কর।

ফিরিস্তারা দুনিয়ায় এল। বিশাল বড় বড় ও শক্তিশালী ফিরিস্তা। শুরু হল ফিরিস্তাদের অভিযান। জিন্নদের ধর আর মার। দুনিয়া জিন্ন মুক্ত কর'' এই ছিল তাদের অভিযান।

সারা দুনিয়া দাপিয়ে বেড়াত যেসব জিন্ন। এখন তারা অসহায়ের মত চেঁচা-মেচি শুরু করল। কেহ পালাবার চেষ্টা করল। কেহ পাহাড়ের গুহায়, পাথরের আড়ালে। গাছের ডালে লুকিয়ে জীবন বাঁচাতে চাইল। কেহ রূপ বদল করে ফাঁকি দিতে চাইল ফিরিস্তাদের।

ফিরিস্তারাও নাচুর বান্দা। খুজে খুজে হত্যা করতে লাগল জিন্নদের। ইহা ছিল জিন্নদের প্রতি আল্লাহর আযাব।

আমরা সাধারনত আযাব বলতে বুঝি: বন্যা, ভুমি-কম্প, ঝড়-তুফান ইত্যাদি। কিন্তু এসব জিন্নদের জন্য কিছুই নয়। বন্যা হলে জিন্নরা পাহাড়ে চলে যাবে। ভুমি-কম্প বা তুফান হলে আকাশে উঠে যাবে। তাই জিন্নদের শায়েস্তা করা হল এভাবেই।

এপাঠ পড়ে যা শিখলাম

১. পাপের পরিনতি ধ্বংস।
২. যে যতই শক্তি শালী থাকুক। আল্লাহর আযাবের সামনে সবাই অসহায়।
৩. আল্লাহর আযাবকে ভয় করা উচিত।
৪. পাপ থেকে বেঁচে থাকা একান্ত কর্তব্য।

৮. জিন্ন-শিশু

ফিরিস্তারা তখন জিন্নদের খুজে খুজে হত্যা করছেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন একটি ফুটফুটে জিন্ন-শিশু। শিশুটি খুবই মায়াবী ও ফুটফুটে।

জিন্ন-শিশুটির প্রতি ফিরিস্তাদের মায়া হল। তারা আল্লাহর কাছে আকুতি জানাল। অনুমতি চাইল শিশুটিকে সাথে নিয়ে লালন-পালনের।

আল্লাহ অনুমতি দিলেন। ফিরিস্তারা খুশী হল। তারা জিন্ন-শিশুটিকে আকাশে নিয়ে গেল। আদর যত্নে লালন-পালন করতে লাগল।

ফিরিস্তাদের পেয়ে জিন্ন-শিশুও খুব খুশী। খানা-পানি, আদর-যত্ন কিছুরই অভাব নেই তার। দিনে দিনে সে বড় হতে লাগল।

বড় হয়ে জিন্ন-শিশুটি দেখল: ফিরিস্তারা সদা ইবাদাতে ব্যস্ত থাকেন। তাই ফিরিস্তাদের দেখাদেখি সেও ইবাদাতে মন দিল।

জিন্ন-শিশুর এমন কর্ম-কান্ড দেখে ফিরিস্তাগণ খুশী হলেন। তার নাম দিলেন আ'যাযীল। মানে সম্মানিত।

আ'যাযীল তার স্বভাব-জাত বদ-অভ্যাস: দম্ভ, অহমিকা, জিদ্ ও হিংসা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি। আর এসব বদ-স্বভাবই তার জীবনে কাল হয়ে দাড়াল। তার সর্বনাশের কারন হল। এ জিন্ন-শিশুটিই ইবলিস্।

আল্লাহ আদামকে সিজদাহ করতে আদেশ করলেন। ইবলিস্ হিংসায় জ্বলে উঠল। সে সিজদাহ করলনা। তখন থেকে সে হয়ে গেল অভিশপ্ত শয়তান।

এপাঠ পড়ে যা শিখলামঃ

১. দেখাদেখি ইবাদাত কোন কাজে আসেনা।
২. ভাল হওয়া উচিত। ভাল সেজে কোন লাভ নেই।
৩. দম্ভ, অহমিকা, জিদ্দ্ ও হিংসা: মানুষের সর্বনাশ ডেকে আনে। তাই এসব বদ-অভ্যাস পরিহার করা উচিত।
৪. যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম অমান্য করল সে শয়তানের অনুসারী।
৫. আল্লাহর হুকুম অমান্য কারীর প্রতি আল্লাহর অভিশাপ, রাসুলের অভিশাপ, অভিশাপ সকল মানুষের।

৯. শয়তানের অঙ্গিকার

ফিরিস্তাগণ আদম আঃকে আল্লাহর খলীফাহ হিসাবে মেনে নিল। তারা আদমকে সম্মান করল। সিজদাহ করল। আর সিজদাহ না করার কারনে ইবলিস্ অভিশপ্ত শয়তান হয়ে গেল।

বিষয়টিকে স্বাভাবিক ভাবে নিলনা ইবলিস্। প্রতিহিংসার আগুন তার মনে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। সে প্রতিজ্ঞা করল: যে করেই হক আদম ও তার সন্তানদের থেকে বদলা নিবেই।

ইবলিসের উচিত ছিল তাওবাহ করে ভাল হয়ে যাওয়া, সৎ-পথে চলে আসা। কিন্তু তা না করে সে আরো জিদ্দী ও হিংসুক হয়ে উঠল। নিজের অধঃপতনের জন্য নিজের বদ-স্বভাবকে দায়ী নাকরে, সে আদমকে দায়ী

করল।
ভাবল: আদমের জন্য আজ আমি অভিশপ্ত, আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত। আমাকে বঞ্চিত করে আদম জান্নাতে আয়েশ করবে, তা হতে পারেনা। আদম ও তার সন্তানদের আমি বঞ্চিত করবই। তাদের পথ-ভ্রষ্ট করে অভিশপ্ত করাই হবে আমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। জীবনের একমাত্র মিশন।

ইবলিস্ ভাবতে লাগল: এখন কি করা যায়? কতটুকু ক্ষমতাইবা আছে তার? এজন্য সর্ব-প্রথম যা প্রয়োজন তা হল দীর্ঘ হায়াত। কিয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকা। আর হায়াত-মওত একমাত্র আল্লাহর হাতে।

তাই সে আল্লাহর সরনাপন্ন হল। আল্লাহর কাছে ভিক্ষা চাইল। বলল: প্রভু হে! আমার হায়াত বাড়িয়ে দিন। কিয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘ জীবন আমাকে দান করুন।

আল্লাহ তার আরজি কবুল করলেন। বললেন: যা! তোর হায়াত কিয়ামত পর্যন্ত বাড়িয়ে দিলাম।

ইবলিস্ খুশী হল। ভাবল: আদম আর যাবে কোথায়? সে কসম করল, অঙ্গিকার করল: আদম ও তার সন্তানদের বিভ্রান্ত করেই ছাড়বে। সে বলল: যাদের জন্য আমি বিভ্রান্ত হয়েছি, তাদের আমি বিভ্রান্ত করবই। আমি ডান, বাম, সামন, পিছন, সবদিক থেকে তাদের আক্রমন করব। তাদের ধোকা দেব, মিথ্যা ওয়াদাহ দেব। অভাব ও দারিদ্রতার ভয় দেখিয়ে তাদের অশ্লিল কাজের দিকে ঠেলে দেব। আমার কথায় তারা পশুর কর্নচ্ছেদন করবে। আমি বলব; তারা আল্লাহর সৃষ্টি বদলে দেবে।
কিন্তু হে প্রভু! তোমার খাঁটী বান্দারা..। আমি তাদের কিছুই করতে পারবনা। তবে এরা সংখ্যায় খুব কম হবে।

এপাঠ পড়ে যা শিখলামঃ
১. আল্লাহর হুকুম মেনে নেওয়া খুব ভাল।
২. আল্লাহর অবাধ্য হওয়া শয়তানী কাজ।
৩. নিজের দূষে লাঞ্ছিত হয়ে অন্যের প্রতি হিংসা করা বা অন্যকে দূষারোপ করা শয়তানের স্বভাব।
৪. হিংসা ও জিদ্দ্ ধ্বংসের মূল কারন।
৫. বিপদে পড়ে বা মতলব হাসিলের জন্য শয়তানও আল্লাহর সরনাপন্ন হয়।
৬. শয়তান অভাব ও দারিদ্রতার ভয় দেখিয়ে মানুষকে অশ্লিলতা ও বেহায়াপনার দিকে ঠেলে দেয়।
৭. পশুর কর্নচ্ছেদন, খসী বানানো বা অঙ্গ-হানী সহ আল্লাহর সৃষ্টিকে বদলে ফেলা শয়তানী কাজ।
৮. যে ব্যক্তি প্রকৃত ভাবে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে তথা খাঁটী ঈমান ও আ'মালের অধিকারী হয় শয়তান তার কিছুই করতে পারবেনা।

১০. প্রথম মানবী

আল্লাহ আদম আঃকে জান্নাতে স্থান দিলেন। আদম আঃ জান্নাতে বসবাস করতে লাগলেন। জান্নাতে দায়িত্ব-কর্তব্য, কাজ-কাম কিছুই নেই। শুধু আরাম আর আরাম। ভোগ আর বিলাসিতা।

তথাপিও আদম আঃ কিসের যেন অভাব অনুভব করলেন। তাঁর মনে হল: কি একটা অপূর্নতা রয়ে গেছে কোথাও। কিন্তু কি সে অপূর্নতা, তা তিনি জানেন না।

আল্লাহ মানুষের সৃষ্টি-কর্তা। তিনি মহা-জ্ঞানী। মানুষের ভাল-মন্দ ও সুখ-দুঃখের খবর তিনি খুব জানেন।

আল্লাহ আদমকে সুখী করতে চাইলেন। আদমের মনের অভাব দূর করতে চাইলেন। চাইলেন আদমের জীবনকে আনন্দে ভরে দিতে।

একদা আদম আঃ গাছের নীছে বসে আছেন। তিনি তন্দ্রা অনুভব করলেন। তাঁর চুখ বুজে এল। সাধারত: জান্নাতে এমন হয়না। জান্নাতে কেহ ক্লান্ত হয়না। তাই বিশ্রাম বা ঘুমের প্রয়োজন হয়না।

হঠাৎ আদম আঃর চুখ খুলে গেল। তিনি অশ্চর্য হলেন। বিমোহিত হলেন। আনন্দে ভরে উঠল তাঁর মন। মনে হল: এতদিন ধরে তিনি যে শূন্যতা অনুভব করছেন তা পূর্ন হয়ে গেছে। যাকে তিনি খুজছিলেন আজ পেয়ে গেছেন।

তিনি দেখলেন: তারই মত দৈহিক গঠনের এক মানবী। কি অপরূপ সুন্দর ও মায়াবী চেহারা। এত সুন্দর ও আকর্ষনীয় যে চুখ ফিরাতে মন চায়না।

এ মানবীই আমাদের আদি-মাতা। মানব ইতিহাসের প্রথম মানবী, হাওয়্যা আলাইহা-স্-সালাম।

এপাঠ পড়ে যা শিখলামঃ

১. জান্নাতে শুধু আরাম আর আরাম। ভোগ আর বিলাসিতা। দায়িত্ব-কর্তব্য, কাজ-কাম কিছুই নেই।
২. আল্লাহ মানুষের সৃষ্টি-কর্তা। তিনি মহা-জ্ঞানী। মানুষের ভাল-মন্দ ও সুখ-দুঃখের খবর তিনি খুব জানেন।
৩. জান্নাতে কেহ ক্লান্ত হয়না। তাই বিশ্রাম বা ঘুমের প্রয়োজন হয়না।
৪. আমাদের আদি-মাতা। মানব ইতিহাসের প্রথম মানবী হলেন: হাওয়্যা আলাইহা-স্-সালাম।

১১. নিষিদ্ধ ফল

ফিরিস্তাগণ আদম ও হাওয়্যার বিয়ে পড়িয়ে দিলেন। তারা পরিবার গঠন করলেন। হয়ে গেলেন স্বামী-স্ত্রী।

আল্লাহ বললেন: আদাম! তুমি আর তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর। এখানে যা আছে; মজা করে খাও। তবে ওই গাছটির কাছেও যেওনা। (মানে ওই গাছের ফল খেওনা।) খেলে অন্যায় হবে। তুমি অন্যায়কারী হিসাবে গন্য হবে।

আদম ও হাওয়্যা জান্নাতে বসবাস করতে লাগলেন। তারা আল্লাহর হুকুম মেনে চললেন। কখনো নিষিদ্ধ গাছের কাছেও যাননি। যাওয়ার আগ্রহও করেননি। তারা বুঝতেন: এফল তাদের জন্য হারাম।

তাদের এসুখ শয়তানের সহ্য হলনা। শয়তান হিংসায় জ্বলে উঠল। হিংসার আগুন তার মনে দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। আদম ও হাওয়্যা আঃকে ধোকা দেবার জন্য সে পরিকল্পনা করে কাজে নেমে পড়ল।

শয়তান মিথ্যা কথা বলে তাদের ধোকা দিল। বলল: ওই ফল বড় উপকারী। ওই ফল খেলে মানুষ ফিরিস্তা হয়ে যায়। হয়ে যায় চির-স্থায়ী রাজত্বের অধিকারী।
শয়তান আল্লাহর নামে কসম করল। বলল: আমাকে বিশ্বাস কর। আমি তোমাদের শুভাকাংখী।

আল্লাহর নামে কসম করে কেহ মিথ্যা বলতে পারে: এমন ধারনাই ছিলনা আদম আঃ ও তাঁর স্ত্রীর। তারা শয়তানের কথা বিশ্বাস করলেন। শয়তানের ধোকায় পা দিলেন। খেয়ে ফেললেন নিষিদ্ধ ফল।

এপাঠ পড়ে যা শিখলামঃ

১. বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠন হয়।
২. পরিবারে সবাইকে মিলে মিশে থাকতে হবে।
৩. আল্লাহর দেয়া হালাল-হারামের সীমানা মেনে চলতে হবে।
৪. হিংসা করা শয়তানী কাজ। হিংসা শয়তানের স্বভাব।
৫. যে আল্লাহর বিধানের বিরোদ্ধে কথা বলে সে শয়তান বা শয়তানের চেলা।
৬. মিথ্যা কসম করা শয়তান ও শয়তানের চেলাদের স্বভাব।
৭. মিথ্যা কথা কসল করে বললেও মিথ্যাই থাকে।
৮. আল্লাহর নামে কসম করলেই কাউকে বিশ্বাস করা যায়না।
৯. ধোকাবাজরা মানুষকে বিশ্বাস করিয়ে ধোকায় ফেলতে মিথ্যা কসম করে থাকে।
১০. যতই উপকার বর্ননা করা হকনা কেন, হারাম বস্তু কখনো ভক্ষন করিতে নেই।

১২. দুনিয়ায় নেমে আসা

নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার সাথে সাথে আদম ও হাওয়্যা আঃর শরীর থেকে জান্নাতের কাপড় উধাও হয়ে গেল। তারা বুঝলেন ভুল করে ফেলেছেন। শয়তানের ধোকায় পড়ে আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করেছেন। হারাম খাদ্য গ্রহন করেছেন। তাই জান্নাতের কাপড় তাদের শরীর থেকে সরে গিয়েছে। তারা তড়িগড়ি করে জান্নাতের এক গাছের পাতা দিয়ে সতর ঢাকলেন।

আল্লাহর পক্ষ থেকে আওয়াজ এল: ওই গাছ থেকে তোমাদের নিষেধ করে ছিলাম। বলেছিলাম: শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। এখন দুনিয়াতে নেমে যাও। সেখানে তোমরা একে অপরের দুশমন হবে। নিদৃষ্ট দিনের তরে সেখানে তোমাদের বাসস্থান ও রিজিক নির্ধারিত।
সেখানে আমার পক্ষ থেকে সঠিক বিধান আসার পর যে ব্যক্তি তা মেনে চলবে; তার কোন ভয় নেই, চিন্তা নেই। আর যারা আমার বিধানের বিরোদ্ধাচরন করবে, মন-গড়া পথে চলবে; তাদের প্রতি লায়'নত ও ভয়াবহ আযাব।

আদম ও হাওয়্যা আঃকে দুনিয়ায় নামিয়ে দেয়া হল। আদম আঃকে ফেলা হল হিন্দুস্থানের সিংহল এলাকায়, যার বর্তমান নাম শ্রীলংকা। আর হাওয়্যাকে ফেলা হল আরবের জিদ্দাহ এলাকায়, যা বর্তমান সৌদি আরবের অন্যতম বন্দর নগরী।

এপাঠ পড়ে যা শিখলামঃ

১. যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করে জান্নাতে তার ঠাই নেই।
২. সতর খুলে রাখা উচিত নয়।
৩. যে ব্যক্তি শয়তান ও দুষ্ট লোকের মিষ্টি কথার ফাদে পা দিল তার ধ্বংস অনিবার্য।
৪. পাপ করলে সাজা ভোগ করতেই হয়। পাপ বাপকেও ছাড়েনা।
৫. মানুষের হায়াত ও রিজিক্ নির্ধারিত। তাই হা-হুতাশ করে কোন লাভ নেই।
৬. যে আল্লাহর বিধান মেনে চলবে, সে অনুযায়ী জীবন যাপন করবে; তার কোন ভয় নেই কোন চিন্তা নেই।
৭. যে আল্লাহর অবাধ্য হবে, মন-গড়া পথে চলবে; তার তরে লায়'নত ও ভয়াবহ আযাব।

১৩. কুকুরের সাথে সখ্যতা

দুনিয়ায় তখন জঙ্গল আর জঙ্গল। দুনিয়া ভরা হিংস্র প্রাণী আর নানা প্রকার জীব-জন্তু। আকাশ থেকে নেমে জঙ্গলে দাড়িয়ে আছেন আমাদের আদি-পিতা। একেত আল্লাহর হুকুম অমান্য করে ফল খাওয়ার অনুশোচনা তথাপি জীব-জন্তুর মধ্যখানে নতূন জাগার এ ভীতিকর পরিবেশ। কি করবেন এখন আদম আঃ?

এদিকে শয়তান নতূন ফন্দি আঁটল। সে ভাবল: তাওবাহ কবুল হবার আগে আগে আদমকে শেষ করে দিতে পারলে কিল্লা ফতেহ। বেটা ডাইরেক্ট জাহান্নামে চলে যাবে...।

শয়তান নতূন ফন্দি নিয়ে হিংস্র জানুয়ারদের কাছে এল। বলল; ওই লোকটি তোমাদের দুশমন। তোমাদের বাসস্থান জঙ্গল কেটে সাবাড় করবে এর সন্তানেরা। তারা তোমাদেরকেও হত্যা করবে। তাই এখনই উপযোক্ত সময়। যাও! আক্রমন কর। একে শেষ করে দাও। নিজেরা বাঁচ, জঙ্গল বাঁচাও।

কোন জানুয়ারই শয়তানের কথায় কান দিলনা। তারা ফেল ফেল করে চেয়ে দেখতে লাগল দুনিয়ার নতূন অতিথিকে। শেষ পর্যন্ত শয়তান কুকুরের শরনাপন্ন হল। কুকুর শয়তানের কথায় সায় দিল এবং আদম আঃকে আক্রমন করতে ঘেউ ঘেউ করে ধেয়ে এল।

আদম আঃ কিংকর্তব্য বিমুড় হয়ে চেয়ে রইলেন। কি করবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলেন না। ফিরিস্তা জিবরাঈল এসে আদম আঃকে অভয় দিলেন। বললেন: কুকুর আপনার কিছুই করতে পারবেনা। আপনি সোজা দাড়িয়ে থাকুন। কাছে এলে কুকুরের মাথায় হাত বুলিয়ে দেবেন। কুকুরটি আপনার অনুগত হয়ে যাবে।

আদম আঃ তাই করলেন। কুকুর অনুগত ও পাহারাদার বনে গেল। সেদিন থেকেই কুকুর মানুষের অনুগত ও পাহারাদার প্রাণী।

এপাঠ পড়ে যা শিখলামঃ

১. মানুষের সর্ব-নাশ করতে শয়তান সদা সচেষ্ট।
২. পাপ করে তাওবাহ ছাড়া মারা গেলে ক্ষমার আশা খুব ক্ষীন। তাই সাথে সাথে তাওবাহ করা উচিত।
৩. কুকুর আক্রমন করলে দৌড় না দিয়ে সোজা দাড়িয়ে থাকতে হয় এবং কাছে এলে কুকুরের মাথায় হাত বুলাতে হয়। এতে কুকুরটি দুশমনি ভুলে গিয়ে সেবক বনে যায়।

১৪. তাওবাহ

মাটীর এপৃথিবীতে আদম আঃ নতূন অতিথি। নিজের ভুলের জন্য তিনি আজ জান্নাত হারিয়েছেন। হারিয়েছেন প্রিয়তমা স্ত্রীকেও। সবচে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়ে।

তিনি বুঝলেন এসব তাঁর কর্মফল। নিজের ভূলের জন্যই আজ আল্লাহর করুনা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তিনি। তাই তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। কেঁদে কেঁদে আল্লাহর করুনা ভিক্ষা চাইলেন। আল্লাহর কাছে তাওবাহ করলেন। বললেন: হে রাব্ব! আমি আমার সর্বনাশ করেছি, আমি অন্যায় করেছি। এখন তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাই। হে প্রভু! তুমি যদি দয়া না কর, ক্ষমা না কর, আমি ধ্বংস হয়ে যাব। হে রাব্ব! আমার প্রতি দয়া কর, আমাকে ক্ষমা কর।

আল্লাহ আদম আঃর তাওবাহ কবুল করলেন। তিনি খুশী হয়ে গেলেন। তাওবাহ কবুলের সু-সংবাদ দিয়ে ফিরিস্তা পাঠালেন। খবর শুনে আদম আঃ যার পর নেই খুশী হলেন। তিনি আল্লাহ তায়া'লার কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেন।

আদম আঃর এমন কাজে আল্লাহ তায়া'লা আরো খুশী হলেন। আদম আঃকে নবী হিসাবে সম্মানিত করলেন। আদম আঃ দুনিয়ার প্রথম মানব এবং প্রথম নবী।

এপাঠ পড়ে যা শিখলামঃ

১. আল্লাহর কথা না মানলে সব কিছু হারিয়ে পস্তাতে হবে।
২. ভূল করে কোন অন্যায় করে ফেললে ক্ষমা চাওয়া ও তাওবাহ করা উচিত।
৩. ভুল করে ক্ষমা চাওয়া ও তাওবাহ করা আদম আঃর সুন্নত আর ভূল করে তর্ক করা শয়তানের বুকামী।
৪. পাপ যত বড় হকনা কেন, তাওবাহ করলে আল্লাহ মাফ করে দেন।
৫. যে তাওবাহ করে আল্লাহ তাঁকে পুরস্কৃত করেন।
৬. রাসুল সাঃ বলেছেন: যে গোনাহ থেকে তাওবাহ করল তার কোন গুনাহই রইলনা।

১৫. মিলন

হিন্দুস্থান থেকে যাত্রা করে আদম আঃ মক্কাহর নিকট বর্তি আরাফাত ময়দানে এসে উপনিত হন। হাওয়্যা আঃ ও জিদ্দা থেকে আরাফাতে পৌছান। সন্ধার পর তারা মুজদালিফা চলে যান। পরদিন এখান থেকে মিনা হয়ে মক্কাহ চলে আসেন। (পবিত্র হাজ্জ পালন কালে এখনো আমরা এনিয়ম পালন করে থাকি।)

মক্কাহতে এসে আদম আঃ জিবরাঈল আঃর কথা মত একটি ঘর তৈরী করেন। ইহাই পৃথিবীর সর্ব-প্রথম ঘর, কা'বাহ বা বাইতুল্লাহ। পরে ইবরাহীম আঃ ও ইসমাঈল আঃ মিলে এর পুনঃনির্মান করেন।

রাসূল সাঃর নবুয়্যাতের আগে আবু-জাহল, আবু-লাহাব, উৎবাহ, শাইবাহ, আবু-সুফিয়ান, আবু-তালিব সহ কোরাইশ নেতারা মিলে আল্লাহর ঘরের পুনঃনির্মান করে। কিন্তু পর্যাপ্ত হালাল সম্পদ না থাকায় কিছু অংশ বাদ দিয়ে ছোট আকারে বানানো হয়। মক্কাহ বিজয়ের পর পরিপূর্ন ভাবে নির্মানের ইচ্ছা প্রকাশ করলেও রাসূল সাঃ কাজে হাত দেননি।

পরে আ'ইশাহ রাঃর ভাগনা আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর মক্কাহ কেন্দ্রিক ইসলামী ইমারাত কায়েম করেন। তিনি কুরাইশের বানানো কা'বাহ ভেঙ্গে পূর্ন কা'বাহ নির্মান করেন।

পরবর্তিতে হাজ্জান বিন ইউসুফ মক্কাহ দখন করে আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রাঃকে হত্যা করে এবং কা'বাহ ভেঙ্গে পুনরায় কুরাইশের আদলে নির্মান করে।

বর্তমানে কা'বাহর যে স্থানকে হাতিম বলা হয়। ইহাই সে অংশ, পর্যাপ্ত হালাল সম্পদের অভাবে কুরাইশ যা বাদ দিয়েছিল। ইহা তাদের দুর্বলতা হলেও আমাদের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার। কারন এঅংশে নামায পড়া মানে কা'বাহর ভিতরে নামায পড়া।

কা'বাহ নির্মাবের পর জিবরাঈল আঃর পরামর্শ মত আদম ও হাওয়্যা আঃ শামদেশে চলে যান। সেখানে নির্মান

করেন মাসজিদ আক্বসা-। তারপর সেখানেই বসবাস শুরু করেন। শামদেশ থেকেই পৃথিবীর বসতি শুরু এবং শামদেশেই বসতী শেষ হয়ে কিয়ামত হবে।

এপাঠ পড়ে যা শিখলামঃ

১. আদম ও হাওয়্যা আঃর প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল আরাফাত ময়দানে ও রাত্রি যাপন করেছিলেন মুজদালিফায়।
২. দুনিয়ার প্রথম নির্মিত ঘর মাসজিদ হারাম, বাইতুল্লাহ, কা'বাহ। আর ২য় মসজিদ আক্বসা-।
৩. আদম আঃ সর্ব প্রথম কা'বাহ নির্মান করেন।
৪. বাইতুল্লাহ কয়েকবার পুনঃনির্মান করা হয়েছে।
৫. পর্যাপ্ত হালাল সম্পদ না থাকায় মক্কাহর কোরাইশ নেতারা কা'বাহকে ছোট করে নির্মান করেছে।
৬. মসজিদ, মাদরাসায় হারাম মাল ব্যবহার করা অন্যায় ও পাপ। আল্লাহ ও রাসূলকে অবমাননার শামিল।
৭. আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রাঃ মক্কাহ কেন্দ্রিক ইসলামী ইমারাত গড়ে তুলে ছিলেন।
৮. বর্তমান কা'বাহ হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বানানো।
৯. বর্তমান হাতীম আসলে কা'বাহর ভিতরের অংশ। হাতীমে নামায পড়া: কা'বাহর ভিতরে নামাযের সমান।
১০. হাতীম এউস্মতের জন্য আল্লাহর এক বিশেষ নিয়ামত।
১১. আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর: হিজরতের পর মুসলমানদের প্রথম সন্তান, পুন্যবতি আসমার ছেলে, আবু-বকরের নাতি, আ'ইশাহর ভাগিনা, ইসলামী ইমারাতের প্রতিষ্ঠাতা, বীবের ছেলে বীর এক মজলুম শহীদ রাঃহুম।
১২. পৃথিবীর দ্বিতীয় ঘর মাসজিদ আক্বসা-।

শব্দার্থঃ- আরাফাত অর্থ পরিচয় বা মিলন। মুজদালিফা অর্থ রাত্রি যাপন করা, অন্তরঙ্গ হওয়া।

১৬. মানব সমাজ

আদম ও হাওয়্যা আঃ শামদেশে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। জিবরাঈল আঃ তাদের কৃষিকাজ শিখিয়ে দেন। শুরু হয় তাদের জীবন সংগ্রাম।

হাওয়্যার গর্ভে নিয়মিত জমজ সন্তানের জন্ম হত। এক ছেলে ও এক মেয়ে। এক গর্ভের ছেলের সাথে অন্য গর্ভের মেয়ের বিয়ে দেয়া হত। এভাবেই বাড়তে থাকল জনসংখ্যা।

আদম আঃর জীবদ্দশায়ই তাঁর সন্তান সন্ততি তিন হাজার ছাড়িয়ে গেল। এভাবেই গড়ে উঠল মানব সভ্যতার প্রথম সমাজ ও সামাজিক ব্যবস্থা।

আদম আঃ ছিলেন এসমাজের নেতা বা নির্বাহী। আল্লাহর খলীফাহ হিসাবে তিনি সমাজটাকে গড়ে তুলেছিলেন আল্লাহর বিধান মতে। এসমাজের মূল-নীতি ছিল: তাওহীদ ও আইনের উৎস ছিল: ইসলামী শারীআ'হ।

ইহাই মানব সমাজ ও মানব সভ্যতার ইতিহাস। যে জাতী ইতিহাসের এবাস্তবতা মেনে নিয়ে সে অনুযায়ী সমাজ গড়বে, তারা সফল হবে। তারাই হবে আদম আঃর সুযোগ্য উত্তর সুরী। আল্লাহর খালীফাহ।

আর যারা ইতিহাস ভুলে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে শয়তানের শিখানো পথে কুফর, শিরক্ ভিত্তিক মন-গড়া নিয়মে সমাজ গড়বে, তারা কুলাঙ্গার। তাদের প্রতি আল্লাহর লায়'নত, আদম আঃ সহ সকল নবী-রাসূলগণের লায়'নত, লায়'নত সমগ্র সৃষ্টি জগতের। তারা কাফির। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। কারন তারা আপন পিতা ও মহান আল্লাহর আদর্শ বাদ দিয়ে শয়তানের অনুকরন করেছে।

আমরা শয়তান ও শয়তানের অনুকরন থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। হে মহান রাব্ব! শয়তানের অনুকরন থেকে আমাদের বাঁচাও। আমাদের পরিচালিত কর নবী-রাসূলগণের আদর্শে, তোমার মণোনীত পথে।

এপাঠ পড়ে যা শিখলামঃ

১. পৃথিবীর প্রথম মানব সমাজ ও মানব সভ্যতা গড়ে উঠেছিল শামদেশে।
২. মানুষের প্রথম পেশা কৃষিকাজ।
৩. পৃথিবীর প্রথম মানব সমাজের নেতা বা নির্বাহী ছিলেন আল্লাহর নবী, আদম আঃ।
৪. পৃথিবীর প্রথম মানব সমাজের মূল নীতি ছিল তাওহীদ ও আইনের উৎস ছিল ইসলামী শারীআ'হ।
৫. তাওহীদ ও শারীআ'হ ভিত্তিক সমাজই নবী-রাসূলগণের সমাজ।
৬. আর কুফর ও শির্ক্ ভিত্তিক সমাজ হল: শয়তানী সমাজ।
৭. যারা তাওহীদ ও শারীআ'হ ভিত্তিক সমাজ মেনে চলে তারা আদম আঃর সুযোগ্য সন্তান।
৮. যারা কুফর ও শিরিক্ ভিত্তিক সমাজ কায়েম করে তারা কাফির, শয়তানের চর। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম।
৯. আমরা শয়তান ও তার অনুকরন থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

সমাপ্ত